যে জন জ্ঞানোপদেষ্টা বৈষ্ণব-গুরুকে বিষ্ণুতুল্য বলিয়া জানে এবং কায়-বাক্য-মনে শ্রীগুরুদেবকে পূজা করে, সেইজন শাস্ত্রজ্ঞ এবং বৈষ্ণব। যে জন শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকের একপাদেরও উপদেশ করেন, তিনি যে সর্ব্বদাই পূজ্য হইবেন—সে বিষয়ে আর সংশয় কি ? পদ্মপুরাণে দেবহূতি-স্তুতিতেও দেখা যায়—আমার শ্রীহরিতে যে পরিমাণে ভক্তি আছে, শ্রীগুরু-দেবে যদি তাহা হইতে অধিক ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যতার বলে শ্রীহরি আমাকে দর্শন দান করুন। অতএব শ্রীগুরুচরণে একান্ত অনুরাগী যে প্রকার উক্তি পাওয়া যায়, তাহাতেও বেশ বুঝা যায়—শ্রীশ্রীগুরু-চরণানুরাগীর অন্য ভগবদ্ভজনের অপেক্ষা নাই—

"যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনং।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥"

যেমন সিদ্ধরসস্পর্শে তাম্র কাঞ্চন হয়, সেই প্রকার শ্রীগুরুসন্নিধানে থাকিলে শিষ্যও বিষ্ণুময় হইয়া থাকে। ১০।৮০ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণও শ্রীদাম বিপ্রকে সেই কথাই বলিয়াছিলেন—

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥

এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদ কৃত ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে—জ্ঞানপ্রদ শ্রীগুরু হইতে অধিক সেব্য নাই, ইহাই পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব শ্রীগুরুচরণের ভজন হইতেও অধিক ধর্ম্ম নাই। তাহাও বলিতেছেন—হে সখে শ্রীদাম! আমি ইজ্যা—গৃহস্থধর্ম্ম, প্রজাতি প্রকৃষ্ট জন্ম উপনয়ন অর্থাৎ ব্রহ্মচারিধর্ম্ম তপস্যা অর্থাৎ বনস্থধর্ম্ম, উপশম—সন্ন্যাসধর্ম্ম, অথবা যতিধর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বর আমি তেমন তুষ্টি লাভ করি না। আমি যদ্যপি সর্ব্বভূতাত্মা, তথাপি গুরুশুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকি।

এই পর্য্যন্ত শ্রীস্বামীপাদ কৃত টীকার ব্যাখ্যা। এইক্ষণ শ্রীপাদ জীব গোস্বামীচরণ স্বামীপাদকৃত টীকার সারস্য ব্যাখ্যা করিতেছেন—জ্ঞানপ্রদ গুরু হইতে অধিক সেব্য নাই ; এস্থানে 'জ্ঞান' শব্দের দুই প্রকার অর্থই বুঝায়। এক—ব্রহ্মনিষ্ঠজ্ঞান, অপর—ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞান। তন্মধ্যে শ্রীধরস্বামীপাদ ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া সেই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞানপর ব্যাখ্যা কিন্তু নিম্নলিখিত প্রকারই বুঝিতে হইবে। ইজ্যা—পূজা, প্রজাতি—বৈষ্ণবদীক্ষা, তপস্যা—সমাধি, উপশম—শ্রীভগবানে নিষ্ঠা॥২৩৭॥

শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞয়া তৎসেবনাবিরোধেন চ অন্যেষামপি বৈষ্ণবানাং সেবনং শ্রেয়ঃ। অন্যথা দোষঃ স্যাৎ। যথা শ্রীনারদোক্তৌ গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ। স